**বাপেক্স ভবন শুভ উদ্বোধন ও জিটিসিএল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

কারওয়ান বাজার, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর ২০১৩, ১৪ কার্তিক ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

বাপেক্স, জিটিসিএলসহ পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর নিজস্ব ভবন উদ্বোধন এবং গ্যাস সঞ্চালন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত জিটিসিএল এর শেরেবাংলা নগরে নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

উন্নয়নের অন্যতম উপকরণ জ্বালানি। বিশ্ব জ্বালানি চাহিদার প্রায় পুরোটাই মেটানো হয় জীবাশ্ম জ্বালানি তথা তেল, গ্যাস ও কয়লা থেকে। আমরা ভাগ্যবান যে, আমাদের গ্যাসের ভাল মজুদ আছে। কয়লা উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। সামান্য তেলও আবিস্কৃত হয়েছে।

আমরা আরও ভাগ্যবান যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিও গভীরভাবে অনুধাবন করেন। তখন শেল অয়েল কোম্পানী দেশের গ্যাস উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্বে ছিল। জাতির পিতার দূরদর্শী পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল কোম্পানী থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাসটিলা ও বাখারাবাদ গ্যাস ফিল্ড নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয়। দেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতার সেই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাঙালি জাতির জ্বালানি নিরাপত্তার মূল ভিত্তি হিসেবে জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। আজকের এ অনুষ্ঠানে আমি বঙ্গবন্ধুর মহান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জাতির পিতার চেতনা-প্রসূত বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন তথা পেট্রোবাংলার আওতাধীন এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

আমরা বাপেক্সকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক থেকেও শক্তিশালী করেছি। তিনটি নতুন রিগ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। বাপেক্স ত্রি-মাত্রিক জরিপ করতে পারছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বাপেক্স আজ একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমরা মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র বিজয় করেছি। জাতির পিতা এ বিজয়ের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় জলসীমা নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৭৪ সালে ‘‘রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সমুদ্র উপকূলীয় জোন আইন'' প্রণয়ন করেন।

সমুদ্র বিজয়ের ফলে পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিশাল এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে দেশীয় সামর্থ্য অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকার শুরু থেকেই গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, সঞ্চালন ও গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের উদ্যোগ নেয়। সুন্দলপুর ও শ্রীকাইলে দুইটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ওয়ার্কওভার কূপ খননের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। এই গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিএনজি স্টেশন ও আবাসিক জ্বালানি হিসেবেও গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

রাজশাহী ও ভোলা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর ও খুলনায় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৩৯৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। আগামী জুনের মধ্যে আরও ৪২৩ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হবে। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা গত বছর মুচাই গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করি। দেশব্যাপী গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নয়নের লক্ষ্য আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় দুইটি কম্প্রেসর স্টেশন নির্মাণ শেষ হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

গ্যাস একটি জাতীয় মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ দেশের উন্নয়নে পুরোপুরিভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্যই আমরা ২০০১ সালে গ্যাস রপ্তানির মোচলেকায় রাজী হয়নি। এই মূল্যবান সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরও সচেতন হওয়ার জন্য সব ধরণের গ্রাহকের প্রতি আহ্বান জানাই। তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়াতে পারবো। শিল্পায়ন দ্রুততর হবে। নতুন নতুন গ্রাহককে গ্যাস-বিদ্যুৎ দিতে পারবো।

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। ৪ হাজার ৪৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। ৬ হাজার ৪১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। গ্রীডে সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে। প্রায় ৩০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। গ্রাম-গঞ্জে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। আমরা দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে জনগণের নিকট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এর থেকে বেশী অর্জন করেছি। নিষ্ঠার সাথে দিন-রাত পরিশ্রম করেছি। আমরা ২০০৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাবে জনগণের ভোগান্তি দেখেছি। রমজান মাসেও ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে পানির জন্য হাহাকার দেখেছি। তাই আমরা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ সব সেবা নিশ্চিত করেছি। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছি।

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দরিদ্র, নিম্নআয়ভোগী ও ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। প্রায় ৪৩ লক্ষ মানুষকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ের ১ কোটি ১৬ লক্ষ দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী স্বাবলম্বী হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেছে। পুরস্কৃত করেছে।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আমাদের এ উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের অনেক আগেই আমরা এ লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো। এজন্য সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন কামনা করে আধুনিক প্রযুক্তি-সম্পন্ন বাপেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।